Mr. Ahmad Sadique Sb.
P-O. & vill- Selbarash
via - Dharmapasha
Sylhet

Reg. No. DA. 142

খেলাফৎ সংখ্যা

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা   প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।

৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।

৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, পাক্ষিক, আহ্‌মদী।
পোঃ বক্স নং৬, ১৮/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্য্যায়—১৩শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, May. 22nd, 1959
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬ বাং ১৩ই জেহুদ, ১৩৭৮ হিঃ, | ২য় সংখ্যা

খেলাফতের মর্য্যাদা

"আহমদীয়া জামাতের বর্ত্তমান খলীফা হজরত মির্জা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ (আইঃ) জামাতের খেলাফৎ পদ লাভ করেন ১৯১৪ ইং সালের ১৪ই মার্চ্চ। তার ২৯ দিন পর ১২ই এপ্রিল ১৯১৪ ইং তারিখে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত মজলিশ শুরা (পরামর্শ সভা) তে হুজুর (আইঃ) যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তার সারমর্ম্ম "আহমদী"র পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করা যাইতেছে। এই বক্তৃতা পাঠে খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা, খলীফার দায়িত্ব ও আগমনের উদ্দেশ্য সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

সঃ আঃ।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর বক্তৃতা

সর্ব্ব প্রথম হুজুর (আইঃ) কোরআন করীমের আয়েত "রাব্বানা ওয়াব্‌আছ্‌ ফীহিম রাছূলান্‌ মিন্‌হুম্‌ ইয়াৎলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়াইউ আল্লেমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হেকমাতা ওয়া ইউযাক্কীহিম ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ আজীজুল হাকীম।" পাঠ করেন।

অতঃপর বলেন, এই আয়েতে আল্লাহতালা হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর কাবা শরীফের ঘর নির্ম্মাণকালীন দোয়া রূপে আঁ হজরত (দঃ) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই দোয়া, একটি পূর্ণ দোয়া। ইহাতে তাঁহার আওলাদ হইতে একজন নবী আবির্ভূত হইবার জন্য দোয়া করা হইয়াছে এবং এই দোয়াতেই নবীর কার্য্য ও আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, হে খোদা! ইহাদের মধ্য হইতেই যেন ইহাদের জন্য একজন রসুল আবির্ভূত হন।

নবী আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

ঐ আবির্ভূত রসুলের কার্য্য কি হইবে? তাঁহার প্রথম কার্য্য এই হউক যে, তোমার আয়াত সমূহ তাহাদের মধ্যে পাঠ করেন। দ্বিতীয় কার্য্য তিনি কেতাব অর্থাৎ শরিয়ৎ শিক্ষা দেন। তৃতীয় কার্য্য হেকমত শিক্ষা দেন। চতুর্থ কার্য্য তাহাদিগকে পবিত্র করেন।

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) তদীয় আওলাদ হইতে ভবিষ্যতে আগমনকারী একজন রসুলের জন্য দোয়া করিয়াছেন এবং এই দোয়াতেই নবীর আগমনের উদ্দেশ্য নিবেদন করিয়াছেন এবং এই কার্য্য চারি প্রকার। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, বিশ্ব সংস্কারের জন্য এমন ভাবিয়া কার্য্য নাই যাহা এই চারিটির বহির্ভূত।

অতএব পৃথিবীর যাবতীয় সংস্কার আঁ হজরত (দঃ) এর সংস্কারের মধ্যে প্রবিষ্ট।

খলীফার কার্য্য

নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, খলীফাগণেরও ঐ একই কার্য্য। কেন না খলীফা আগমনের উদ্দেশ্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তির কার্য্য চালু রাখা। অতএব নবীর যে কাজ, খলীফার ও ঐ কাজ। এখন আপনারা দূরদর্শিতার সহিত এই আয়েত দেখিলে নবী এবং খলীফার কাজ আপনাদের সম্মুখে প্রস্ফুটিত হইবে।

আমি দোয়া করিয়াছিলাম যে, এমতাবস্থায় কি বলিব। ইহাতে আল্লাহতালা আমার মনোযোগ এই আয়েতের প্রতি ফিরাইয়া দিয়াছেন এবং আমার উদ্দেশ্য প্রকাশক যাবতীয় বিষয় এই আয়েতে আমার দৃষ্টিগোচর হইল। এই জন্য কতিপয় দলিল পেশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। কিন্তু দলিল পেশ করিবার পূর্ব্বে, আল্লাহতালা আম্বিয়াগণকে যে জামাত দানের অঙ্গিকার করিয়াছেন, ঐ জামাত প্রাপ্তির স্বীকৃতি স্বরূপ আল্লাহতালার শোকরিয়া আদায় করিতেছি। আমি দেখিতেছি যে, বন্ধুগণ একমাত্র ধর্ম্মের জন্য ইসলামের ইজ্জতের জন্য চতুর্দ্দিক হইতে

টাকা ও সময় খরচ করিয়া আসিয়াছেন। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যে, আল্লাহতালা এরূপ নিষ্ঠাবান বন্ধুগণের পরিশ্রম বিফল করিবেন না বরং উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতম ফল দিবেন। কেন না তাঁহারা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর সহিত আল্লাহতালা কৃত অঙ্গীকার অনুযায়ী আসিয়াছেন। গতকল্য দরসের সময় বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ আল্লাহতালার প্রশংসায় ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

অদ্য রাত্রিকালে আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনাকালে নিবেদন করিয়াছি যে, হে এলাহী! আমি তো দরিদ্র। আমি ইহাদিগকে কি দিতে পারি। আপনিই আপনার কোষাগার খুলিয়া দিন এবং যাহারা একমাত্র ধর্ম্মের জন্য সম্মিলিত হইয়াছেন তাহাদিগকে আপনার আশীষ হইতে অংশ দিন আমার বিশ্বাস, এই দোয়া নিশ্চয় কবুল হইবে কেন না, আমার ব্যস্ততা ও আকুল প্রাণে কৃত দোয়া কবুল হয় নাই বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। শিশুও আকুলভাবে ক্রন্দন করিলে মাতৃ বুকে দুগ্ধের জোশের সৃষ্টি হয়। সুতরাং একটি ছোট শিশুর জন্য যদি অস্থায়ী সম্পর্ক হওয়া সত্ত্বেও মাতৃ বুকে দুগ্ধ আসিতে পারে। তবে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, খোদাতালার কোন বান্দা বেদনা পূর্ণ ও আকুলতা সহকারে দোয়া করিলে তাহা কবুল হইবে না। এই ব্যাপার কেবল আমার সহিত নহে বরং প্রত্যেকের সহিত। পরন্তু আল্লাহতালা আঁ হজরত (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া বলেন :— যখন কোন বান্দা আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তুমি তাহাদিগকে বল যে আমি নিকটেই আছি এবং প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা শ্রবণও কবুল করি।" এখানে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা বলা হইয়াছে মুসলমান বা কোন বিশেষ দেশ বা জাতির প্রার্থনা শ্রবণ করি বলেন নাই .... সুতরাং আমিও দোয়া করিয়াছি এবং বিশ্বাস করি যে, কবুল হইবে। তারপর আমি দোয়া করিয়াছি যে, যে সমস্ত লোক একত্রিভূত হইয়াছেন তাহাদের সম্মুখে আমি কি বলিব তাহা তুমি শিখাইয়া দাও। তিনি আমার মন এই আয়েতের প্রতি আকর্ষিত করিয়াছেন এবং ইহার রহস্যাবলী খুলিয়া দিয়াছেন। আমি দেখিলাম যে, খেলাফতের যাবতীয় দায়িত্ব ও কার্য্যবলী এই আয়েতে বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব এই আয়েত আমি এখন পাঠ করিয়াছি।

আমার ধর্ম্মীয় নীতি, পরামর্শ ব্যতিত খেলাফৎ অবৈধ। এই নীতির উপর আপনাদিগকে ডাকা হইয়াছে খোদাতালার ফজলে আমি এই নীতির উপর কায়েম আছি এবং ভবিষ্যতে কায়েম থাকিবার জন্য দোয়া করিতেছি।

—— আহ্বান ——

মোঃ আহসান উল্লাহ সিকদার

শুনরে তোরা শুন, আহমদীগণ শুন,
মন দিয়ে শুন, শুনরে আবার শুন।
তোরা না শুনলে শুনবে কে আর বল দেখি শুনি।
নুরনবীর গোলাম ব'লে তোদেরকেই জানি।
তাইতো ডাকছি তোদেরকে আজ সাড়া দিবার তরে
প্রজ্বলিত করতে ইসলাম অন্ধকার হরে।
ইসলামের ঐ সাম্য-মৈত্রি-ভ্রাতৃত্ব আর,
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জগতে আবার।
তৌহীদের বাণী তোরা বহিয়ে ধরায়,
মোহাম্মদী বাদশাহাত গড়িবে ত্বরায়।
কোরানের অনুশাসন মানাবার তরে,
পাগলের মত তোরা ফিরবি ঘরে ঘরে।
মোহাম্মদী ঝাণ্ডা হাতে বেরোবি যখন,
পাশ্চাত্য জাতি ইসলাম লভিবে তখন।
অবহেলা করবে যারা ভাগ্যহীন তারা,
স্থান তাদের পূর্ণ হ'বে অন্য লোক দ্বারা।
বের হ' শীঘ্র তোরা আল্লাহর নাম স্মরি,
পালাবে নিশ্চয় জানিস ইসলামের অরি।

হজরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়ার ব্যাখ্যা

এই আয়েত পাঠে জানা যায় যে নবী অথবা খলীফার প্রথম কার্য্য মানুষকে আল্লাহ তালার আয়াত শুনানো। আয়েত বলে নিদর্শনকে দলিলকে, যদ্বারা কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব নবী যে আয়াত পাঠ করেন ইহার অর্থ, তিনি এরূপ দলিল পেশ করেন যাহা আল্লাহতালার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণ করে এবং আল্লাহতালার ফেরেশতা, রসুল ও গ্রন্থ সমূহের সত্যতা ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়। সুতরাং এই আয়েতে বলা হইয়াছে, তিনি (ঐ রসুল) মানুষকে এমন কথা শুনান, যদ্বারা তাহারা আল্লাহতালা তাঁহার প্রেরিত রসুলও গ্রন্থ সমূহের প্রতি ঈমান আনয়ন করিতে পারে।

প্রথম কার্য্য

ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, নবী এবং তাঁহার খলীফার প্রথম কার্য্য সত্যের তবলীগও সৎকর্ম্মের দিকে মানুষকে আহ্বান করা। তিনি মানুষকে সত্যের দিকে ডাকেন এবং ঐ আহ্বান দলিল প্রমাণ ও নিদর্শন দ্বারা মজবুত করেন। অন্য কথায় বলিব যে, তিনি তবলীগ করেন।

দ্বিতীয় কার্য্য

এই আয়েতে নবী বা খলীফার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য এই বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষকে কেতাব শিক্ষা দিবেন। মানুষ যখন এই ঈমান আনয়ন করে যে খোদাতালা আছেন, তাঁহার পক্ষ হইতে পৃথিবীতে রসুলগণ আগমন করেন ও খোদাতালার ফেরেশতাগণ তাঁহাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়া খোদাতালার কেতাব নাজেল করেন। তখন মানুষের জন্য অন্য স্তর আসে কর্ম্মের। কেন না তখন মানুষের মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, এখন কি করিতে হইবে? মানুষের এই অভাব পূর্ণ করে আসমানী শরিয়ত। নবীগণ আল্লাহ তালা প্রদত্ত শিক্ষা ও হেদায়েতের উপর মানুষকে আমল করাইয়া থাকেন। সুতরাং নবীগণের কর্ত্তব্য কার্য্য হইল নওমোসলেমগণকে তাঁহাদের পালনীয় কর্ত্তব্য সমূহ শিক্ষা দেওয়া। অতএব এই বিষয়টি উত্তমরূপে স্মরণ রাখুন যে, প্রথম কার্য্য হইল মানুষকে ইসলামে আনয়ন করা এবং দ্বিতীয় কার্য্য তাহাদিগকে

শরিয়তের শিক্ষা দেওয়া ও ইহার উপর আমল করানো।

তৃতীয় কার্য্য

আমল করার জন্য আরও একটি বিষয়ের প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত কোন কার্য্যের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয় সে পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও জোশ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। এইজন্য এখানে নবীর তৃতীয় কার্য্য হেকমত শিক্ষা দেওয়া বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ যখন তাহারা বাহ্যিক ভাবে আমল করা আরম্ভ করে তখন তাহাদিগকে এই আমলের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। যেরূপ কোন ব্যক্তি নামাজ পড়া আরম্ভ করিয়াছে। এখন তাহাকে নামাজ কেন ফরজ হইয়াছে এবং নামাজের উদ্দেশ্য কি এই সম্বন্ধে জ্ঞাত করানো হইল হেকমত শিক্ষা দেওয়া। ইহার দৃষ্টান্ত কোরআন শরীফ হইতেই পেশ করিতেছি। কোরআনে আদেশ রহিয়াছে, নামাজ পড়। এই আদেশ "কেতাব শিক্ষা দেওয়ার অধীনস্থ"। অন্যত্র আল্লাহতালা নামাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন, "নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও অনাচার হইতে বাঁচাইয়া রাখে।" তদ্রূপ নামাজের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, যেরূপ দাঁড়ানো, রুকু করা, সেজদা করা ইত্যাদি প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি বলিতে পারিব। মোট কথা ঈমানের জন্য "তাহাদের মধ্যে আয়াত পাঠ করিবেন, ঈমান আনয়নের পর আমল করার জন্য তাহাদিগকে কেতাব শিক্ষা দিবেন, এবং আমলে জোশ ও উদ্যম সৃষ্টি করার জন্য। "হেকমত শিক্ষা দিবেন" বলিয়াছে। নামাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছি। অন্যান্য আদেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ হেকমত কোরআনে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ কার্য্য

অতঃপর চতুর্থ কার্য্য হইল মানবকে পবিত্র মানবে পরিণত করা। পবিত্র মানবে পরিণত করা মানুষের ইচ্ছাধীন নহে—বরং ইহা আল্লাহতালার হস্তে। এখানে প্রশ্নোদয় হয় যে, পবিত্র করণ যদি আল্লাহতালার ইচ্ছাধীন হইয়া থাকে, তবে এই কার্য্যের আদেশ নবীকে কেন দেওয়া হইয়াছে? ইহার সংক্ষিপ্ত উত্তর, কিরূপে পবিত্র করিতে হইবে সেই উপায়ও আল্লাহতালা বলিয়া দিয়াছেন। সেই উপকরণ হইল দোয়া। অতএব মানুষের আত্মশুদ্ধি করিবার আদেশ যে নবীকে দেওয়া হইয়াছে ইহার অর্থ তাহাদের জন্য আল্লাহ তালার নিকট দোয়া করা।

মোট কথা নবীর কাজ হইল তবলীগ করা, কাফেরগণকে মোমেন করা, মোমেনগণকে শরিয়তের উপর কায়েম করা, শরিয়তের উদ্দেশ্য ও গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া, অতঃপর তাহাদের আত্মশুদ্ধি করা এবং এই কার্য্যই খলীফার।

আল্লাহতালার আয়াত পাঠে—আল্লাহ তালার অস্তিত্ব, ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব, নবুয়তের প্রয়োজনীয়তা, এবং মোহাম্মদী নবুয়ত সম্পর্কীয় দলিল প্রমাণ এবং ইলহামের (ঐশী বাণী) প্রয়োজনীয়তা পুরস্কার ও শাস্তি, কেয়ামত এবং তকদীর (অদৃষ্ট) সম্বন্ধীয় দলিলাদি শামেল রহিয়াছে। এই সমস্ত কাজ কি? অথবা ইহার কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? হাঁ, চাঁদা আদায়ের তাকিদ দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহা সত্য কথা যে, কেতাব শিক্ষা দেওয়া খলীফারই কাজ। কেন না কোন আঞ্জুমনের সেক্রেটারী সম্বন্ধে এই সর্ত্ত কোথায় আছে যে সেক্রেটারী স্বয়ং ও পবিত্র হইবেন? হইতে পারে যে প্রয়োজন বোধে অফিসিয়েল কার্য্যে সুদক্ষ খৃষ্টান বা হিন্দুকেও সেক্রেটারীরূপে নিয়োগ করা যাইতে পারে। ঐ ব্যক্তি খলীফা কিরূপে হইতে পারে?

আঞ্জুমন মাত্র এই জন্য রাখা হয় যেন খলীফার আদেশাবলীকে কার্য্যে পরিণত

প্রস্তুত হউন

ভিঃ পিঃ, আসিতেছে ছাড়াইবার জন্য প্রস্তুত হউন।
হিন্দুস্থানের গ্রাহকগণ কলিকাতা জামাতের
আমীর সাহেবের নিকট টাকা জমা করুন।

নতুবা পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

স: আঃ।

সহজ কাজ নহে। এইগুলি মস্ত বড় সমস্যা এবং বর্ত্তমান জমানায় এই সমস্তেরই প্রয়োজন রহিয়াছে।

তারপর কেতাব শিক্ষা দেওয়া দ্বিতীয় কাজ বারংবার শরিয়তের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন, আদেশ নিষেধ পালন সম্বন্ধে স্মরণ করাইতে থাকেন, কোথাও অলসতা পরিলক্ষিত হইলে ইহার সুব্যবস্থা করেন। এখন আপনারা চিন্তা করুন এই কাজ কি কতিপয় কেরাণী দ্বারা হইতে পারে? খলীফার কাজ কি মাত্র এতটুকুই যে চাঁদার পাহাড়া দেন, কোষাগারে টাকা আসিল কিনা দেখেন এবং কতিপয় মেম্বর মিলিয়া তাহা খরচ করেন? পৃথিবীতে অনেক আঞ্জুমন আছে। বার্ষিক লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় হয় এমন আঞ্জুমনও আছে এবং তাহারা এই টাকা খরচ করিতেছে কিন্তু ঐলোক কি খলীফা হয়?

খলীফার কাজ সাধারণ এবং ছোট কাজ নহে। ইহা খোদাতালার নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে তাঁর বিশেষ দান। আপনারা ভাবিয়া দেখুন। খলীফার যে কাজ আমি বর্ণনা করিয়াছি, আমি নহি বরং খোদাতালা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কোন আঞ্জুমনের সেক্রেটারী করিতে পারেন কি? এই সমস্ত ব্যাপারে কেহ কোন সেক্রেটারীর কথা মানিতে পারে করিবার চেষ্টা করে। খলীফার কাজ মানুষের আত্মশুদ্ধি করা। কোন আঞ্জুমনের সেক্রেটারী এই ফরজ আদায় করিতে পারেন কি? কোন আঞ্জুমনের পক্ষ হইতে এই হেদায়েত জারী হইতে আপনারা শুনিয়াছেন কি যে আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য দোয়া করি? আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, এই কাজ সেক্রেটারীর নহে এবং কোন সেক্রেটারী বলিতে পারিবেন না যে, আমি এই ভাবে দোয়া করিতেছি, যে ব্যক্তি বলিবে যে, আঞ্জুমন এই কাজ করিতে পারে সে মিথ্যাবাদী। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, কোন সেক্রেটারী এই কাজ করিতে পারে না এবং কোন আঞ্জুমন নবীর কাজ করিতে পারে না। আঞ্জুমন যদি এই কাজ করিতে পারিত তবে খোদাতালা পৃথিবীতে নবী না পাঠাইয়া আঞ্জুমন বানাইতেন। কোন আঞ্জুমনের ঠিকানা দাও যে খোদাতালার প্রত্যাদিষ্ট হইবার দাবী করে। টাকা জমা করা সাধারণ কাজ। খলীফার কাজ মানবের সংস্কার করা এবং খোদাতালার তত্ত্বজ্ঞানও বিশ্বাসের সহিত মানবকে পবিত্র করা। টাকা তো খৃষ্টান, আর্য্য, এমন কি নাস্তিকদের আঞ্জুমন ও জমা করিয়া থাকে। যদি কোন নবী বা খলীফার কাজও ইহাই হয় তবে নাউজুবিল্লাহ ঐ নবী অথবা খলীফার বেইজ্জতি।

ইসলামে খেলাফৎ

"হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রদত্ত ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার বক্তৃতা হইতে।"

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) কোরআন করীমের সুরা নুরের আয়েত, "ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানু" হইতে..... "ফাউলায়েকা হুমুল ফাছেকুন" পর্য্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর বলেন, পূর্ব্ববর্ত্তি সমস্ত মোফাছছেরীন এই আয়েত সম্বন্ধে একমত যে, ইহা খেলাফতে ইসলামিয়া সম্বন্ধে। তদ্রূপ সাহাবা কেরাম (রাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কেহ কেহ এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) ও তদীয় গ্রন্থে এই আয়েত পেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে এই আয়েত পেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে এই আয়েত খেলাফতে ইসলামিয়া সম্বন্ধে। এই আয়েতে আল্লাহতালা বলিতেছেন, হে খেলাফতে ইসলামিয়ার প্রতি ঈমান আনয়নকারী মোমেনগণ! (যেহেতু এখানে খেলাফতের উল্লেখ আছে এইজন্য "আমানু"তে ঈমান আনয়নকারী অর্থে খেলাফতের উপর ঈমানই হইতে পারে) এবং হে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠীত এবং গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টাকারীগণ! তোমাদের সহিত আল্লাহ তালা এক অঙ্গীকার করিতেছেন। সেই অঙ্গীকার এই যে, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের ন্যায় তোমাদের মধ্য হইতেও আল্লাহতালা পৃথিবীতে খলীফা বানাইতে থাকিবেন এবং আমরা তাহাদের জন্য মনোনীত ধর্ম্মকে তাহাদের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিব। অর্থাৎ তাহাদের যে ঈমান ও ধর্ম্মবিশ্বাস; উহা খোদাতালারও মনঃপূত এবং আল্লাহতালা প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে এই ধর্ম্ম পৃথিবীতে জারী রাখিবেন এবং যদি তাহাদের উপর কোন ভয় আসে তবে তাহা শান্তিতে পরিবর্ত্তিত করিবেন। কিন্তু আমরাও তাহাদের নিকট হইতে এই আশা রাখি যে তাহারা পৃথিবীতে তৌহীদ কায়েম করিবেন এবং শিরক করিবেন না। অর্থাৎ মোশরেক ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে থাকিবেন এবং ইসলামী তৌহীদ প্রচার করিতে থাকিবেন।

খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার পর খেলাফতে ঈমান আনয়নকারীগণ ইহা নষ্ট করিয়া ফেলিলে সেজন্য আমার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করা চলিবেনা। ইহা এই জন্য যে, আমি সর্ত্ত সম্বলিত অঙ্গীকার করিয়াছি। এই খেলাফত নষ্ট হইলে দোষারোপ তোমাদের প্রতি হইবে। আমি যদি ভবিষ্যদ্বাণী করিতাম তবে দোষারোপ আমার উপর আসিত যে ভবিষ্যদ্বাণী কেন মিথ্যা হইল। পরন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করি নাই বরং সর্ত্ত সাপেক্ষ অঙ্গীকার করিয়াছি যে, যদি তোমরা খেলাফতে ঈমান রাখ এবং তদনুযায়ী কার্য্য কর তবে আমি তোমাদের মধ্যে খেলাফত কায়েম রাখিব। অতএব স্মরণ রাখ যদি খেলাফত তোমাদের হাত ছাড়া হয় তবে তোমরা খেলাফতে বিশ্বাসী থাকিবে না বরং খেলাফৎ অস্বীকারকারী হইয়া যাইবে এবং কেবল খলীফাগণের আনুগত্য হইতেও বহিষ্কৃত হইবে।

নোট :—"যাহারা আহমদীয়া জামাতের সত্যতা সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন না। তাঁহারা কোরআন করীমের এই একটি মাত্র আয়েতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং ভাবিয়া দেখুন যে, এই আয়েতে আল্লাহতালা যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা হুবহু আহমদীয়া জামাতেরই প্রতিচ্ছবি কিনা।"

আল্লাহর স্বরূপ ও গুণাবলী

(Ahamadiyyat or the True Islam হইতে)

— সহফরাজ মোহাম্মদ আঃ ছাত্তার চৌধুরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এস্থলে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি আমরা এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি সকল ধর্ম্মই তো আল্লার প্রেরীত, তবে ইহাও বিশ্বাস করিব না কেন যে, সকল ধর্ম্মই সত্য এবং গ্রহণযোগ্য এবং সকল ধর্ম্মই আমাদিগকে আল্লাহতালার সন্নিধানে লইয়া যাইতে পারে। পবিত্র কোরাণ মজিদে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, আমি তোমার (মোহাম্মদের) পূর্ব্বে সর্ব্বজাতির মধ্যে নবী পাঠাইয়াছি, কিন্তু দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে (জাতি সকলকে) বাজে কাজে লিপ্ত রাখিয়াছে। ঐ সকল জাতি আজ তাহাদের (অধার্ম্মিকগণের) বন্ধু। তাহারা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিবে। (হে মোহাম্মদ) আমি তোমার নিকট এই উদ্দেশ্যে কেতাব পাঠাইতেছি যে, যে সকল বিষয়ে ইহাদের মধ্যে মতভেদ আছে, তাহা তাহাদিগের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া দিবে এবং যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে এই পুস্তক সৎপথ দেখাইবেও সুখদান করিবে। (সুরা নাহাল ৮ রুকু) এই আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বতন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি এবং শিক্ষা সমূহ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রাককালীন কেতাব সমূহে অনেক ভ্রম প্রমাদ এবং মানুষের মনগড়া কথা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। যদিও ঐ সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ মৌলিক অবস্থায় আল্লাহতালার প্রত্যাদেশবাণী রূপে অবতীর্ণ হয় কালক্রমে নানারূপ প্রক্ষিপ্ততা দুষ্ট হওয়ায় তাহাদের শিক্ষা সাধনোপযোগী রহিল না। কারণ মানুষের মনে এমতাবস্থায় এই সকল গ্রন্থের কোনটুকু আপ্তবাক্য আর কোন অংশ মনুষ্য রচিত, এ ঘোর সংশয়ের উদ্রেক হওয়া অনিবার্য্য সুতরাং এই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশ পালন করিলে আল্লাহকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ সুনিশ্চিত বিশ্বাস মানব হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। এখানে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সকল ধর্ম্মই এই প্রশ্নের সমাধান করিতে বাধ্য যদি আল্লাহ কেহ থাকেন, তবে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না কেন? আল্লাহ আছেন এ কথা বলা সহজ। তাঁহার স্বরূপ কি এবং তাঁহার প্রতি আরোপিত গুণ রাজি প্রমাণিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার। পবিত্র কোরাণ মজিদে আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীর প্রমাণ বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত প্রশ্নটির উত্তর উক্ত কোরাণ হইতে উদ্ধৃত করা গেল। "চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি মানবের অন্তর চক্ষুর গোচর হন। তিনি এত সূক্ষ্ম যে বাহিরের চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না, অথচ তিনি সবই জানিতে পারেন।" (সুরায়ে আল আন আম ১৩ রুকু) কি বিশাল ও গভীর ভাব কত সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইয়াছে। অনেক সূক্ষ্ম বস্তু আছে যাহা বাহিরের চক্ষুর দ্বারা আমরা দেখিতে পাইনা, যেমন বায়ু, ঈথার, বিদ্যুৎ ইত্যাদি। যদি এই সকল বাহ্যিক বস্তুকেই চক্ষু দ্বারা দেখা অসম্ভব হয়, তবে যিনি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম যাঁহার সত্তা অতি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ দ্বারাও গঠিত নহে, বরং সমস্ত জড় জগত যাঁহার সৃষ্ট তাঁহাকে মানব চক্ষু কি প্রকারে দেখিতে পাইবে। পক্ষান্তরে মানব সন্তান তাঁহার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য তাঁহার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করার জন্য কতই না ব্যাকুল।

খোদাতালা ভক্তের ব্যাকুল উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য স্বয়ং ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হন অর্থাৎ মানব তাঁহাকে তাঁহার শক্তি ও গুণ রাশির অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া জ্ঞান চক্ষু দ্বারা তাঁহার দর্শন লাভ করে। আল্লাহতালার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরাণের নিম্ন আয়েতে দ্রষ্টব্য :-

তিনি সেই মঙ্গলময় পুরুষ যাঁহার করতলে জগতের রাজত্ব, যিনি এই উদ্দেশ্যে জন্ম মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে সৎ কর্ম্মে কে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর, তাহা প্রকাশিত হউক। (অর্থাৎ তিনি জীবনকে কর্ম্মের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, আর মৃত্যুকে কর্ম্মজনিত পুরস্কার দানের জন্য করিয়াছেন। কর্ম্মের পূর্ণ পুরস্কার এ জীবনে দেওয়া হয় না। যেহেতু তাহা হইলে ভক্তির মূল্য থাকিত না) তিনি সর্ব্ব শক্তিমান অথচ ক্ষমাশীল তিনিই সাত আছমান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহারা পরস্পরকে অবলম্বন করিয়া আছে। তুমি রহমানের সৃষ্টির ভিতর কোন শৃঙ্খলাহীনতা খুঁজিয়া পাইবে না। কোন দোষ বাহির করিতে পার কিনা চাহিয়া দেখ। বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। তোমার চক্ষু নিষ্ফল ও ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিবে। (সুরায়ে মুলুক ১ রুকু)। উক্ত আয়েতটির তাৎপর্য্য এই যে, আল্লাহতালা মানবের প্রকৃতি নিহিত প্রত্যেক শক্তি যাহাতে পূর্ণ বিকাশ পায়, এই উদ্দেশ্যে তিনি তদোপযোগী দ্রব্য সকল সৃষ্টির চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। এমন কোন অভাব আমরা অনুভব করিনা যাহা দূর করার উপকরণ তাঁহার বিশাল সৃষ্টির মধ্যে অপ্রাপ্য হইবে। মৃত্তিকাভ্যন্তরবাসী ক্ষুদ্র কৃমিকীট সকলেরও খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য সহস্র কোটী মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যমণ্ডল অহরহ নিযুক্ত আছে। এই যে সমস্ত সৌরজগত পৃথিবীর জীবজন্তু ও উদ্ভিদদিগের সকল অভাব দূর করিতেছে, ইহাকে কে এই অবিশ্রাম সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করিল? ইহাতেই কি একজন সৃষ্টি কর্ত্তার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না? যিনি আমাদের সকল অভাব মোচন করিবার এবং সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার উপকরণ আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বেই সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে পদব্রজে কাদিয়ান পর্য্যন্ত সফর

মোঃ আহসানউল্লাহ সিকদার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বলিলাম, পদব্রজে আসিয়াছি। এই কথা শুনা মাত্র তিনি আমাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন এবং ধরিয়া সম্মুখের দুধের দোকানে নিয়া গেলেন। দোকানীকে বলিলেন, শীঘ্র দুধ ও ডবল রুটি দিন মেহমান অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত। আমাকে বলিলেন, যেহেতু আপনি হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর মেহমান কাজেই সর্ব্ব প্রথম আমি ইহাতে অংশ নিতেছি।

দুধ রুটী খাবার পর তিনি আমাকে মেহমান খানায় নিয়া গেলেন। আমার আগমনে কাদিয়ানে এক সাড়া পড়িয়া গিয়াছে অনেকেই দেখিতে আসিলেন। তন্মধ্যে একজন আমাকে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া ফেলিলেন তিনি হইলেন জামাতের সুপরিচিত ফিলসফার (নামটি বোধ হয় আবদুল্লাহ)। আমি মেহমান খানার আঙ্গিনায় একটি খাটের উপর পা দুটি লম্বা করিয়া বসিয়া আছি। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ গেট হইতে ক্রন্দনাবস্থায় দৌড়িয়া আসিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তাড়াতাড়ি পা টানিয়া ফেলি। তিনি ক্রন্দনাবস্থায় বলিতে লাগিলেন, "মানুষ দূর দূর হইতে এখানে আগমন করিবেন। এত অধিক সংখ্যক লোক আসিবে, যার দরুন রাস্তায় গর্ত্ত হইয়া যাইবে। তখন আমি তাঁহার এই বাক্যের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারি নাই। পরে জানিলাম যে, আল্লাহতালা হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর প্রতি ইলহাম (ঐশী বাণী) যোগে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। আমার এই আগমন সংবাদ পর দিন দৈনিক "আলফজল" পত্রিকায় প্রকাশ হয়।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, হজরত খলীফাতুল মসিহ (আইঃ) কাদিয়ানের বাহিরে তাঁহার গ্রীষ্মাবাসে আছেন এবং শুক্রবার দিন কাদিয়ান আসিবেন। আজ সর্ব্ব প্রথম আহমদী ইমামের পেছনে জোহরের নামাজ আদায় করিলাম। আমার পূর্ব বিশ্বাস যে, আহমদীয়া জামাতে আমার ন্যায় কঠিন হৃদয় সম্পন্ন লোক আর নাই। কারণ আহমদীয়াতের সত্যতার স্বপক্ষে ঐশী নিদর্শন অবলোকন এবং পদব্রজে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পরও প্রথম নামাজে দোয়া করিতে লাগিলাম যে, হে খোদা! আমি নির্ব্বোধ। এখনও সময় আছে। যদি এই জামাত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে, তবে আমাকে অন্য রাস্তায় পরিচালিত কর। কাদিয়ানে অবস্থানরত বাঙ্গালী আহমদীগণ আমি বয়েৎ গ্রহণ করিব কিনা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতাম এখন বলিতে পারি না। এখন কার্য্য হইল জামাতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করা এবং শুক্রবার পর্য্যন্ত শেষ ফয়সালার জন্য অপেক্ষা করা। কারণ জামাতের নেতার সহিত সাক্ষাৎ ও কথা বার্ত্তা না হওয়া পর্য্যন্ত শেষ ফয়সালা করা দুষ্কর।

আজ শুক্রবার। হজরত খলীফাতুল মসিহ (আইঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করিব। তাঁহার খোৎবা শুনিব এবং তাঁহার পেছনে নামাজ পড়িব এই আশায় মসজিদের যে স্থানে বসিলে আমার সমস্ত উদ্দেশ্য সহজে সফলতা লাভ করিবে এমন স্থানে বসিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু পরে লম্বা লম্বা লাঠি হাতে দুই সারিতে দাঁড়ানো পাহাড়াদারগণের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া বসিলেন হজরত খলীফাতুল মসিহ (আইঃ)। হুজুর (আইঃ) এর রূপ বর্ণনা করা কবী সাহিত্যিকের কাজ। আমার ন্যায় শুষ্ক লিখক কেবল মাত্র ইহা অনুভবই করিতে পারে। মোয়াজ্জিন আজান দিতে লাগিলেন। সুন্দর একটি ছড়ি ভর দিয়া হুজুর (আইঃ) বসিয়া আছেন খোৎবা দিবার স্থানে। অর্দ্ধ উন্মীলিত বড় বড় চক্ষু দুটি, দৃষ্টি নিম্ন দিকে। গল্প শুনিয়াছি, রাত্রি কালে সর্পকে বাতি দেখাইলে সাপ নাকি বাতি ছাড়া অন্য দিকে চক্ষু ঘুড়াইতে পারে না। আমার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। আমার চক্ষু দুটিও হুজুর (আইঃ) এর মুখ পানে তাকাইয়া রহিল।

খোৎবা দিতে দাঁড়াইয়া হুজুর (আইঃ) "আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মোহাম্মদান

(৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদকীয়

খলীফা এবং একচ্ছত্র রাজা, প্রেসিডেন্ট ও ডিক্টেটরের মধ্যে প্রভেদ

বর্ত্তমান দুনিয়াতে দেশ শাসিত হয় তিন প্রকারে। যথা (১) একচ্ছত্র রাজা দ্বারা (২) প্রেসিডেন্ট দ্বারা এবং (৩) ডিক্টেটর দ্বারা। ইহাদের মধ্যে (১) একচ্ছত্র রাজা স্বীয় কার্য্যের জন্য কাহারো নিকট জওয়াবদেহী নহেন। রাজত্ব প্রাপ্ত হন উত্তরাধিকারী হিসাবে। তাঁহার সম্মুখে কোন অনুমোদিত কার্য্য প্রোগ্রাম থাকে না এবং যাহা ইচ্ছা করিয়া থাকেন।

(২) প্রেসিডেন্ট বলা হয় গণতান্ত্রিক দেশের সর্ব্ব প্রধানকে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে "জনসাধারণের জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক গঠিত রাষ্ট্র"কে। অর্থাৎ, জনসাধারণ তাহাদেরই একজনকে তাহাদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য সর্ব্ব প্রধানরূপে মনোনীত করে প্রেসিডেন্ট স্বেচ্ছায় কাজ করিতে পারেন না। বরং তিনি প্রত্যেক কার্য্য পরামর্শ মোতাবেক করিতে বাধ্য থাকেন। জনসাধারণ প্রেসিডেন্ট এর উপর হইতে আস্থা হারাইলে তাঁহাকে সরাইয়া অন্য লোককে প্রেসিডেন্ট করিতে পারে।

৩। ডিক্টেটর শিপ বলে—দেশের কোনও এক রাজনৈতিক পার্টি শক্তিশালী হইয়া ঐ দলীয় কোন ব্যক্তির হস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণ করাকে। ডিক্টেটর জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে সক্ষম বটে; কিন্তু স্বদলীয় লোকদের পরামর্শ ব্যতিত কিছুই করিতে পারেন না। ডিক্টেটরকে ও নিজ পার্টির আস্থা হারাইলে পদত্যাগ করিতে হয়। যদিও ডিক্টেটর জনসাধারণের কথা বা পরামর্শ মানিতে বাধ্য নহে। তবুও স্বীয় পার্টির মন রক্ষা করিতে না পারিলে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে পারেন না।

মোট কথা, আমরা দেখিতেছি যে,

(১) একচ্ছত্র রাজা যাহা খুশী করিতে পারেন। জাতির নিকট কোন বিষয়ে জওয়াবদেহী নহেন এবং রাজত্ব লাভ করেন ওয়ারিশী সূত্রে।

(২) প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধি। জনসাধারণের মরজীর উপর নির্ভর করে সব কিছু। জনসাধারণ প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

(৩) ডিক্টেটর দেশের শক্তিশালী দলের প্রতিনিধি। স্বদলীয় মেম্বরগণের খেলাফ করিলে পদত্যাগ ছাড়া উপায় নাই।

গভীর ভাবে চিন্তা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, উপরোক্ত তিনটির মধ্যে কোন একটির সহিতও খলীফার স্থানের মিল নাই। খলীফা একচ্ছত্র রাজার ন্যায় নহে। কারণ খলীফার পদ উত্তরাধিকার হিসাবে প্রাপ্ত হন না। খলীফা জনসাধারণের পরামর্শ রদ করিতে পারেন সত্য। কিন্তু ইসলামী শরিয়তের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া রাজার ন্যায় যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন না।

খেলাফতের সহিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই দিক দিয়া মিল রহিয়াছে যে, খেলাফতেও শুরার (পরামর্শের) প্রয়োজন। কিন্তু খলীফা ঐ পরামর্শ রদ করিতে পারেন এবং মেম্বরগণের অনাস্থার দরুন পদত্যাগ করিতে পারেন না কাজেই খলীফা এবং প্রেসিডেন্টের স্থান এক নহে। জাতির আস্থা খলীফার প্রতি থাকুক বা না থাকুক, খলীফাই থাকিবেন, কারণ ইসলামের আদেশ, সর্ব্বাবস্থায় খলীফার অনুগত থাকিবার।

তদ্রূপ খলীফা ডিক্টেটর অনুরূপ এইজন্য নহেন যে, তিনি দেশের শক্তিশালী দলের প্রতিনিধি নহেন। কেন না খলীফা একবার নির্ব্বাচিত হইলে সকল দলকেই একমত হইতে হয়। কারণ যাহারা নির্ব্বাচকগণের সহিত একমত না হয় তাহারা কপট ও অনিষ্টকারী বলিয়া পরিগণিত হয়। অতঃপর নির্ব্বাচক মণ্ডলীরও যদি আস্থা হারাইয়া ফেলেন তবুও খলীফাকে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে? খলীফা কোন অবস্থায়ই (স্বেচ্ছায় বা অন্যের কথায়) পদত্যাগ করিতে পারেন না।

খলীফা শরিয়তের গণ্ডীর ভিতরে মেম্বরগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলিবেন। যদি তিনি কোন পরামর্শ ইসলামের জন্য উপকারী মনে না করেন, তবে নির্ভয়ে খোদাতালার উপর ভরসা করিয়া রদ করিতে পারেন। ইহাতে কাহারো টুঁ শব্দ করিবারও অধিকার নাই। কেহ করিলে সে কপট ও অনিষ্টকারী।

প্রকৃত পক্ষে খেলাফত কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান নহে। কাহারো কাহারো ধারণা, খলীফা যখন নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। তখন জনসাধারণের ইচ্ছার উপরই তাঁহার পদ নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। সমস্ত জাতিও যদি খলীফার উপর হইতে আস্থা হারাইয়া ফেলে, তবুও খলীফা খলীফা থাকিবেন। কেন না খলীফা আল্লাতালাই বানাইয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মত আল্লাহ তালাই খলীফার সাহায্য করিয়া থাকেন। (খলীফা যে স্বয়ং খোদাতালা বানাইয়া থাকেন ঐ সম্বন্ধে পাঠ করুন এই সংখ্যায় প্রকাশিত "ইসলামে খেলাফত")।

হাঁ, যদি কাহারো কোন বৈধ অভিযোগ থাকে, তবে তাহা খলীফার সামনে পেশ করিলে নিশ্চয়ই তিনি উহার সমাধান করিবেন। কিন্তু তাঁহার ফয়সালার খেলাফ আওয়াজ বোলন্দ করিলে তাহা ইসলাম বিরোধী হইবে।

হজরত রসুল করীম (দঃ)। এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যদি তোমরা খলীফা বা আমীরকে এরূপ কাজ করিতে দেখ যাহা তোমাদের নিকট প্রশংসার্হ নহে, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করিও না। বরং তাঁহার হক্ তাঁহাকে প্রদান কর এবং নিজের হক্ আল্লাহতালার নিকট চাও।

—আখবারে আহমদীয়া—

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর স্বাস্থ্য

রাবওয়াহ হইতে প্রাপ্ত সর্ব্ব শেষ সংবাদে প্রকাশ, হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর রোগের মধ্যে সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্বের চেয়ে একটু আরাম বোধ করিতেছেন। তবে উঠা বসা বা চলা ফেরার ন্যায় অবস্থা এখনও আসে নাই। বন্ধুগণ ব্যক্তিগত ভাবে এবং সম্মিলিত ভাবে হুজুরের পূর্ণ স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া করিবেন।

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর জন্য দোয়া ও সদকা

নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমনের স্ত্রী পুরুষ সম্মিলিত ভাবে গত ১৮ই মে সোমবার দিন নিজেদের প্রিয় ইমামের রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ুর জন্য নফল রোজা রাখিয়া সম্মিলিত ভাবে ইফতারের পূর্ব্বে দোয়া করিয়াছেন। এতদ্ব্যতিত ৩টি খাসী সদকা করা হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে পদব্রজে কাদিয়ান পর্য্যন্ত সফর

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

আবদুহু ওয়া রাসুলুহু'' পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে মোল্লাদের দ্বারা জমাট বাধানো মরিচিকা পরিস্কার হইয়া গেল এবং অনুভব করিতে পারিলাম যে, মোল্লাগণ মিথ্যা বলিত যে, আহমদীগণ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে মানেন না। তারপর খোৎবা আরম্ভ করিলেন বাহ্যাড়ম্বরের অপকারিতা সম্বন্ধে। হুজুর (আইঃ) বলেন, আমি যখন ষ্টেশনে পৌছি, তখন বহু লোক ষ্টেশনে আমাকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিতে হইয়াছে এবং এইজন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে মসজিদে উপস্থিত হইতে পারি নাই। তারপর বাহ্যাম্বর যে, জাতির ধ্বংসের কারণ ইহা অতি উত্তমরূপে বুঝাইয়া জামাতকে ইহা হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন। এই বক্তৃতা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে এবং প্রত্যেকটি শব্দ অগ্নিশিখার ন্যায় আমার অন্তরের অন্তস্থলে বিদ্ধ হইতে থাকে এবং অনুতাপ হইতে থাকে যে, কেন মোল্লাদের কথার পূর্ব্বে আহমদীয়ত গ্রহণ করি নাই। এই বিংশ শতাব্দীতে এমন পীর মাওলানা বা পলিটিক্যাল লিডার কে আছে, যে অভ্যর্থনা প্রত্যাশী নয়? বাল্‌ভ্‌ বৈদ্যুতিক তারের সহিত সংযোগ করার পরও সুইস না টিপিলে প্রজ্বলিত হয় না। কিন্তু আমার আর খলীফার হস্ত ধারণ করতঃ বয়েতের প্রয়োজন রহিলনা বিনা বয়েতেই হজরত মাহমুদ (আইঃ) এর গোলামীর জোয়াল কাঁধে নিলাম। প্রকাশ্যে বলিবার শক্তি বা সাহস নাই সত্য। কিন্তু মনে মনে বলিলাম, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর খলীফা। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন আর না করুন, আমি কখনও আপনার গোলামীর জোয়াল স্বীয় স্কন্ধ হইতে এদিক সেদিক করিব না।

আজ শনিবার। আনন্দে হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরা। কারণ আমার প্রভুর সহিত ইন্টারভিউ হইবে। সকাল ৮টায় হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে গিয়া ইন্টারভিউর জন্য নাম লিখাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আরও কতিপয় ব্যক্তি নাম লিখাইলে পর জনৈক কর্ম্মচারী হুজুর (আইঃ) এর নিকট দ্বিতলে গেলেন অনুমোদন আনিবার জন্য। ৪।৫ মিনিট পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, আজ হুজুর (আইঃ) অসুস্থ, ইন্টারভিউ হইবে না। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। ফিরিয়া আসিলাম বিষন্ন মনে।

আজ রবিবার সকাল ৮টায় পুনরায় গিয়া নাম লিখাইলাম। হায়! আজও গতকল্যকার ন্যায় লোকটি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, হুজুর (আইঃ) অসুস্থ, ইন্টারভিউ হইবে না। বিষন্ন মনে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের অফিস হইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময় হুজুর (আইঃ) এর বডিগার্ড আমাকে বলিলেন, আপনি অপেক্ষা করুন। আপনার তো স্পেশিয়েল কেস। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনি একটি স্লিপ লিখিয়া দিন, আমি হুজুর (আইঃ) এর খেদমতে পৌঁছাইয়া দিব। আমি বলিলাম, আমার নিকট কাগজ কলম নাই। আপনি লিখুন, আমি দস্তখত করি। তিনি পকেট হইতে নোট বুক খুলিয়া কি যেন লিখিয়া দিলেন এবং তাহাতে আমি দস্তখত দিলাম। উপরে যাইবার ২।৩ মিনিট পর তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি উপরে গিয়া সাক্ষাৎ করুন। চলিলাম উপড় তলায়। কিন্তু আমার পা তো আর চলে না। পদযুগল যেন অবশ হইয়া গিয়াছে। এতবড় লোক, কি বলিব আমি তাঁহার সহিত। তিনি কি আমার ন্যায় ছেড়া জুতা ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত কাঙ্গালের সহিত দিল খুলিয়া আলাপ করিবেন? এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে জবাইর ছাগলের ন্যায় দ্বিতলে চড়িলাম। এই কি, এই কি? উপরে আরোহনের সঙ্গে সঙ্গেই ডান দিক হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া কে যেন উভয় বাহু দ্বারা আমাকে স্বীয় বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। ইনি কে? ইনি অন্য কেহই নহেন। ইনি আহমদীয়া জামাতের প্রিয় নেতা, আমার সদ্য গ্রহীত প্রভু হজরত মির্জা বশিরউদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)। আমি এখন ঐ মহামানবের বুকের মধ্যে বেষ্টনাবস্থায় রহিয়াছি যাঁহার ইঙ্গিতে অসংখ্য লোক স্বীয় জান, মাল, ইজ্জৎ ইত্যাদি কোরবান করিতে প্রস্তুত। যাঁহার পায়ে জুতা পরাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক উদগ্রীব। যাঁহাকে এক নজর দেখিবার জন্য লক্ষ লক্ষ চক্ষু লালায়ীত। যাঁহার আগমন সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণ পর্য্যন্ত ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়াছেন। এই মহা মানব আমাকে সর্ব্ব প্রথম কি জিজ্ঞাসা করিলেন? আমাকে সর্ব্ব প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, রাস্তায় কোন কষ্ট তো হয় নাই? সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ হইতে উত্তর বাহির হইল, হুজুর! রাস্তার যাবতীয় কষ্ট এখন পানি হইয়া গেল। অতঃপর হুজুর (আইঃ) আমাকে ডান দিকে কয়েক গজ দূরে রক্ষিত কতিপয় চেয়ারের নিকট লইয়া গেলেন। তথায় এক লাইনে মাত্র একটি ও সামনের লাইনে কয়েকটি চেয়ার সাজানো দেখিয়া ঐ একটির বিপরিত মুখী চেয়ারটির সামনে দাঁড়াইলাম। হুজুর (আইঃ) দাঁড়ানো অবস্থাতেই আমাকে বলিলেন, তশরিফ রাখুন। আমি বেয়াদবী হওয়ার ভয়ে বসিলাম না। দ্বিতীয়বার

—খেলাফৎ দিবস—

আগামী ২৭শে মে তারিখ খেলাফত দিবস। কাজেই এই সংখ্যা আহমদী "খেলাফৎ সংখ্যা" নামে বাহির হইতেছে। এই তারিখে খেলাফৎ দিবস কেন মানানো হয়? নিম্নে সংক্ষেপে তার বিবরণ প্রদত্ত।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ও ইমাম মাহদী হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৯০৮ ইং সালের ২৬শে মে তারিখে লাহোর শহরে ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। ২৭শে তারিখ হুজুর (আঃ) এর জানাজা কাদিয়ানে আনয়ন করার পর কাদিয়ানবাসী এবং বহিরাগত আহমদীগণের মতানুসারে হজরত মাওলানা হেকীম নুরুদ্দিন (রাঃ) কে জামাতের খলীফা মনোনীত করা হয়। অতঃপর উপস্থিত আহমদীগণের বয়েৎ গ্রহণের পর হুজুর (আঃ) এর দাফন কার্য্য সমাপন করা হয়। আর্থাৎ ২৭শে মে তারিখ জামাতে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠার তারিখ এবং এই জন্যই এই তারিখে খেলাফৎ দিবস পালন করা হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের আহমদীগণ এই তারিখটি নোট করিয়া রাখিবেন।

বলিলেন, তশরিফ রাখুন। এবারও বসিলাম না। তৃতীয়বার বলার সঙ্গে সঙ্গে এই মনে করিয়া বসিলাম যে, আমি মেহমান এবং তিনি গৃহস্বামী। আমি না বসিলে তিনি বসিবেন না। আমি বসিবার পর হুজুর (আইঃ) বসিলেন, এবং প্রশ্ন করিলেন, আহমদীয়তের সংবাদ কোথায় কাহার নিকট পাইলেন? উত্তর দিলাম, বার্মার ডাক্তার মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেবের নিকট হইতে। বলিলেন, হাঁ, আমি চিনি। তারপর আমার সম্বন্ধে ও ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে প্রায় ৪৫-৫০ মিনিট পর্য্যন্ত আলাপ চলিতে থাকে। হঠাৎ মনে হইল যে, এই অসুস্থাবস্থায় দীর্ঘ সময় বসিয়া থাকা সমিচিন নহে, এবং ইহাও পূর্ব্বেই শুনিয়াছি যে, ইন্টারভিউর সময় খুব অল্প দেওয়া হইয়া থাকে। অতএব আমার প্রকৃত নিবেদন, অর্থাৎ বয়েৎ সম্বন্ধে বলিলাম যে, হুজুর! আমি বয়েৎ গ্রহণ করিতে চাই। উত্তরে বলিলেন, আজ আসরের নামাজ মসজিদ মোবারকে পড়িবেন। নামাজের পর বয়েৎ নিব। অতঃপর বিদায় চাহিলে হুজুর (আইঃ) সিড়ি পর্য্যন্ত আসিয়া বিদায় করিলেন।

মসজিদ মোবারকে সর্ব্বাগ্রের লাইনে স্থান পাওয়া দুষ্কর। কাজেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে গিয়া সর্ব্বাগ্রের লাইনে হুজুর (আইঃ) এর জন্য রক্ষিত নির্দ্দিষ্ট স্থানের ডান দিকে যায়গা দখল করিয়া বসিলাম। হুজুর (আইঃ) নামাজের সময় আসিলেন। নামাজ পড়াইয়া ডান দিকে ঘুড়িয়া আমার দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। হাতে ধরিয়া বয়েতের বাক্যগুলি হুজুর (আইঃ) এর সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতে লাগিলাম। আমার পেছনে বসিয়া আরও কতিপয় ব্যক্তি বয়েৎ গ্রহণ করিলেন। (আজ সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর পরও বয়েতের মধ্যবর্ত্তি "মা য়াদীন কু দুনিয়া পর মোকাদ্দম রাখুঙ্গা" অর্থাৎ "আমি ধর্ম্মকে জাগতিক সমুদয় বিষয় বস্তুর উপর প্রাধান্য দান করিব বাক্যাবলি যেন আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রতি ধ্বনিত হইতেছে।) এইরূপে আজ ১৯৩৬ইং সালের ৮ই আগষ্ট রবিবার বাদ আসর হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর হস্তে বয়েৎ গ্রহন করিয়া আমি আহমদীয়া জামাতে দাখেল হইবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। এই সংবাদ "আলফজল" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ১০।৮।১৯৩৬ইং তারিখে। আগামী বারে সমাপ্ত।

—ক্রমশঃ

হ্যামবার্গে লেঃ জেনারেল মোঃ আজম খানের সহিত আহমদী মিশনারীগণের সাক্ষাৎ

মাননীয় পূনর্ব্বাসন সচিব মহোদয়কে কোরআন করীমের ইংরাজী অনুবাদ উপহার

ইদানিং পাকিস্তানের পূনর্ব্বাসন মন্ত্রী লেঃ, জেঃ. মোহাম্মদ আজম খান সাহেব পশ্চিম জার্ম্মাণীর হ্যামবার্গ শুভাগমন করিলে জার্ম্মাণীর মিশনারী ইনচার্জ্জ জনাব চৌধুরী আবদুল লতীফ সাহেবও আমাদের নওমোসলেম মিশনারী হের আবদুশ শুকুর কুঞ্জে সাহেব মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাৎকালে তাঁহারা মন্ত্রী মহোদয়কে কোরআন করীমের ইংরাজী অনুবাদও হ্যামবার্গ মসজিদের বড় সাইজের ফটো উপহার দেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খুবই আগ্রহ ও আনন্দের সহিত উপহার গ্রহণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নওমোসলেম মিশনারী হের আবদুশ শুকুর কুঞ্জে সাহেব ইসলাম প্রচার কার্য্যে লিপ্ত আছেন এবং হ্যামবার্গে যে আহমদীয়া জামাত কর্ত্তৃক মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে ইহাতে খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীতে আহমদীয়া জামাত কর্ত্তৃক দ্বিতীয় মসজিদের ভিত্তি

পশ্চিম জার্ম্মাণী হইতে প্রাপ্ত টেলিগ্রামে প্রকাশ, পশ্চিম জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ নগর "ফ্রাঙ্ক ফোর্ট" বিগত ৮।৫।৫৯ ইং তারিখ শুক্রবার দিন মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে। মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন মিশনারী ইনচার্জ্জ জনাব চৌধুরী আবদুল লতীফ সাহেব, এই উৎসবে ফ্রাঙ্কফোর্ট সরকারের প্রতিনিধিগণ এবং বহু গণ্যমান্য সরকারী বেসরকারী লোক, প্রেস রিপোর্টার ও জার্ম্মাণ আহমদী ভ্রাতাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রেস রিপোর্টারগণ বিভিন্ন অবস্থার ফটো নিয়াছেন।

The Review of Religions

(Established in 1902 by the Promised Messiah)

WORLD-WIDE CIRCULATION

*Is the Premier Monthly Magazine of the Ahmadiyya Movement
*Dedicated to the interests of Islam and World Peace
*Deals with Religions, Ethical, Social and Economic Questions
*Islamic Mysticism, Current Topics & Book Reviews

Annual subscriptin Rs 10/- only

Concession for Non-Ahmadis & Students Rs. 5/- only.

Please subscribe and send your subscriptions and donations to : –

THE MANAGER, THE REVIEW OF RELIGIONS

Rabwah (West Pakistan)

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca